ভোরের কাগজ

24 FEB 203

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নীলফামারী সফর

স্কুল কলেজের বেহাল অবস্থা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ, হুমকি

মোশাররফ বাবলু, নীলফামারী থেকে : নীলফামারী জেলার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেহাল অবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিমন্ত্রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার বেহাল চিত্র ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গাফিলতির কথা ঢাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালককে জানিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

গতকাল রোববার শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন নীলফামারী জেলায় এসে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আকস্মিক পরিদর্শনে এসে বিব্রতকর অবস্থার মুখোমুখি হন। মন্ত্রী ঢাকা বিমানবন্দর থেকে উড়োজাহাজে চড়ে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নামেন। পরে সরাসরি নীলফামারী জেলার সার্কিট হাউসে ওঠেন। সেখানে তিনি জেলা প্রশাসক আব্দুল বারী খান ও পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বৈঠক করেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর মন্ত্রী কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী প্রথমেই পরিদর্শনে যান নীলফামারী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। স্কুলে তখন ছুটি হয়ে গেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কয়েকজনকে পাওয়া গেলেও প্রধান শিক্ষিকা জাহানারা বেগম স্কুলে ছিলেন না। মন্ত্রী শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করেন স্কুল ছুটি কেন? শিক্ষক-শিক্ষিকারা বলেন, স্যার 'কালেকশন ডে' তাই স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। প্রতি মাসের ৫, ১৫ ও ২৫ তারিখে কালেকশন ডে অর্থাৎ ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হয়। এজন্য এই তিনদিন স্কুল ছুটি থাকে। এ ছাড়াও সাপ্তাহিক ছুটি ও অর্ধদিবস আছে। এই ছুটি বহর দেখে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী প্রধান শিক্ষিকার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কোথায় প্রধান শিক্ষিকা? প্রধান শিক্ষিকা জাহানারা বেগম তড়িঘড়ি করে কোথা থেকে যেন ছুটে আসেন। শিক্ষিকা এসেই মন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চান এবং বলেন, স্যার আজ আমাদের কালেকশন ডে। এতে মন্ত্রী আরো ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, এভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। মন্ত্রী এ অবস্থা দেখে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত স্কুলে লেখাপড়া করানোর জন্য শিক্ষিকাকে নির্দেশ দেন।

এই স্কুল পরিদর্শন শেষে নীলফামারী সরকারি কলেজে এসে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী দেখেন কলাপসিবল গেটে বড়ো বড়ো তালা ঝুলছে। মানুষজন নেই। ডাক পিয়ন চিঠি দিতে এসেও ফিরে গেছেন। কলেজের গেটম্যান পত্রিকাওয়ালা গাড়ি দেখে ছুটে আসে। সঙ্গে সঙ্গেই তালা খুলে দেওয়া হয়। মন্ত্রী, স্থানীয় বিএনপি নেতা ও সাংবাদিকরা কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে যান। অধ্যক্ষ আফজালুল হক তখন নেই। টেলিফোন করে তাকে কলেজে আনা হয়। প্রতিমন্ত্রীর কোনো প্রশ্নের উত্তর ঠিকভাবে দিতে পারেননি তিনি। অধ্যক্ষ আফজালুল হক বলেন, ডিগ্রি পরীক্ষার কারণে কলেজ ছুটি। কারণ জানুয়ারি থেকে গতকাল পর্যন্ত মাত্র দুদিন ক্লাস হয়েছে বলে ক্লাসের হাজিরা খাতা দেখে প্রমাণ মেলে।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

স্কুল কলেজের বেহাল অবস্থা

● শেষের পাতার পর

তৃতীয় দফায় মন্ত্রী নীলফামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে এসে দেখেন স্কুলের ক্লাস চলছে। তবে চতুর্থ শ্রেণীর ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১২ জনকে ক্লাসে উপস্থিত পাওয়া যায়। গত জানুয়ারি মাসে প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক পাঠানো হয়েছে। কিন্তু গতকাল থেকেই মূলত পড়াশোনা শুরু হয়। চতুর্থ শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাতা পড়াতে দেখে মন্ত্রী ক্লাস শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করেন। শিক্ষিকা বলেন, ঈদের ছুটির জন্য স্কুল বন্ধ ছিল। উপস্থিত থানা শিক্ষা অফিসার সালাউদ্দিন আহমেদ এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক মানিক ভূষণ চক্রবর্তীও মন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। মন্ত্রী বলেন, বই-পুস্তক পাঠানো হয়েছে জানুয়ারিতে। ফেব্রুয়ারি মাসেও যদি বইয়ের প্রথম পাতা পড়ানো শুরু হয় তবে বছরের শুরুতে বই পাঠিয়ে লাভ কি? ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা না হলে আপনাদের প্রয়োজন কি? মন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষা অফিসারকে নিয়মিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করে লেখাপড়ার অবস্থার রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। অন্যথায় সাসপেন্ড করারও হুমকি দেন।

এ ছাড়াও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন নীলফামারী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও বেসরকারি হুমিরউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই দুটি স্কুলে তখন ক্লাস চলছিল। এ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা দেখে প্রতিমন্ত্রী কিছুটা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও প্রতিমন্ত্রী গতকাল জেলার আইনশৃঙ্খলা বিষয় নিয়ে ডিসি, এমপিসহ স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।